৩য় পাঠ

যোসেফ-ঈশ্বরের ভালবাসা দেখিয়েছেন

"চেয়ে দ্যাখো কে আসছে! এ আমাদের সেই মেজাজী ভাই। আবার নিশ্চয় বাবার কাছে গিয়ে নালিশ ক'রে আমাদের ঝামেলায় ফেলবে। আচ্ছা, আমরা তো ওকে মেরে ফেলতে পারি। এই জনশূণ্য মাঠে কেউ আমাদের দেখবে না। আমরা ওর সুন্দর শার্টটা ছিঁড়ে ফেলবো। তাতে সবাই ভাব্‌বে ও কোন বন্য পশুর কবলে প'ড়েছিল।"

যোষেফ যখন কাছে আসছিল, তখন দশ জন শক্ত সামর্থ লোক এইভাবে তাকে ধ্বংস করবার চক্রান্ত করছিল। মনে হয় কেউই তাদের এই মন্দ শক্তি ও খারাপ কাজের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারত না। এইরূপ অবস্থায় একজন লোক একেবারেই অসহায় হয়ে পড়ে এবং মন্দ শক্তিই তার উপর জয়লাভ করে।

কিন্তু এমন কোন শক্তি নেই যা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে বাধা দিতে পারে। যোষেফের জীবনের জন্য ঈশ্বরের একটি উদ্দেশ্য ছিল। ঈশ্বর তাঁর যত্ন নিয়েছেন এবং তাঁর লোকদের বিপদের হাত থেকে রক্ষা করবার এক মহৎ পরিকল্পনায় তাকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। ঈশ্বর আমাদের দেখাতে চেয়েছেন যে, এই পাপপূর্ণ পৃথিবীতেও তিনি মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিষ যুগিয়ে দেন। তিনি আমাদের শিক্ষা দিতে চেয়েছেন যেন, আমরা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করি এবং ভালবাসা ও বাধ্যতার সাথে তাঁর পথে চলি।

এখন আমরা দেখবো কিভাবে ঈশ্বর যোষেফকে রক্ষা করলেন এবং তার জীবনকে আমাদের কাছে একটি শিক্ষার বিষয় করলেন।

এই পাঠে আপনি যা পড়বেন ঃ—

ঈশ্বর একটি ছেলেকে রক্ষা করেন।
একজন দাস ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে।
একজন ভাই ঈশ্বরের ভালবাসা দেখায়।

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি ঃ

★ ঈশ্বরের যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণের উদাহরণ দিতে পারবেন।

★ দৈনন্দিন কাজ কর্মের মধ্যে দিয়ে কিভাবে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি প্রকাশ পায় তা বলতে পারবেন।

★ ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস লাভ করবেন এবং আপনার জন্য তিনি যে বন্দোবস্ত করেছেন, তা গ্রহণ করতে পারবেন।

ঈশ্বর একটি ছেলেকে রক্ষা করেন ঃ

যাকোব অনেক দিক দিয়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন। তার খুব বড় মেষপাল ও গরুর পাল ছিল। তাছাড়া তার বংশ বৃদ্ধি ও সম্পত্তি দেখাশুনার জন্য বারো জন ছেলে ছিল। বড় দশ জন ছেলে সারা প্যালেস্টাইনের সবুজ মাঠে ও জলাশয় গুলিতে ঘুরে ঘুরে পশুপাল চরাতো।

যোষেফ নামে ছোট ছেলেদের একজন তার বাবার খুব প্রিয় পাত্র ছিল। তার কাজ ছিল বাবা ও বড় ভাইদের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান করা। কখনও কখনও সে বড় ভাইদের কীর্তি-কলাপ তার বাবাকে বলে দিত। তারা স্বভাবতঃই এর ঘোর বিরোধী ছিল, আর এজন্য তারা তাকে খুবই অপছন্দ করতে শুরু করেছিল। এরপর সে যখন তার কয়েকটি অদ্ভুত স্বপ্নের কথা বললো, তখন তাদের সেই অপছন্দ, ঘৃণার রূপ নিয়ে দেখা দিল।

ঈশ্বর যোষেফকে স্বপ্ন সম্পর্কে এক বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছিলেন। পরে আমরা দেখতে পাব যে, তার নিজের স্বপ্নেরও একটা সুস্পষ্ট অর্থ ছিল। ঈশ্বর আরও অনেক স্বপ্নের অর্থ তার কাছে প্রকাশ করেছেন।

যোষেফ স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, তিনি ভাইদের সাথে জমিতে শস্যের আঁটি বাঁধছেন। যোষেফের আঁটি উঠে দাঁড়াল এবং তার ভাইদের আঁটিগুলি প্রণিপাত করবার ভঙ্গিতে যোষেফের আঁটির সামনে ঝুঁকে পড়ল। এরপর তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, সূর্য্য, চাঁদ এবং এগারটি তারা তাকে প্রণাম করল। তিনি এই স্বপ্নের কথা তার বাড়ীর লোকদের বললেন।

"এ সব কি?' তার ভাইয়েরা রেগে চিৎকার করে উঠল, "ও কি বলতে চায়, আমরা ওকে প্রণিপাত করব? যোষেফ নিজেকে আমাদের চেয়ে বড় মনে করে, আর বাবা তাকে আমাদের চেয়ে বেশী প্রিয়পাত্র মনে করেন। তারা তাকে হিংসা ও ঘৃণা করতে শুরু করলো। আর শেষে তারা তাকে মেরে ফেলবার চক্রান্ত করলো।"

এই কাহিনীতে আমরা মানব জাতির এক বিরাট দুর্বলতা দেখতে পাই, যা প্রথমে এই জগতে পাপ এনেছিল। যোষেফ এমনভাবে তার স্বপ্ন বর্ণনা করেছিলেন, যা তার মনের অহংকারই প্রকাশ করেছিল। তার বড় ভাইদের মনেও অহংকার ছিল। এক ছোট ভাইয়ের সামনে নত

হয়ে প্রণিপাত করবার চিন্তাটি তারা সহ্য করতে পারেনি। তাদের এই অহংকারই হিংসা ও ঘৃণার রূপ নিয়ে শেষে তাদের মনে হত্যা করবার চিন্তা দিয়েছিল।

যোষেফ ও তার ভাইয়েরা আমাদের মতই মানুষ ছিল। তাদের কাজ-কর্ম এটাই দেখায় যে, মানুষের অন্তরেই পাপাবস্থা বিরাজ করছে ; লোকেরা যখন ঈশ্বরের পরিচালনা ছাড়া নিজেরাই কাজ করে তখনই তারা সমস্যার মধ্যে পড়ে।

আপনার করণীয়

দু'একটি কথা বসিয়ে নীচের বাক্যগুলির শূন্যস্থান পূরণ করুন।

১। যোষেফের মধ্যে যে মানব সুলভ দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে তা হল .. .. ।

২। যোষেফের ভাইদের মধ্যে যে মানব সুলভ দুর্বলতাগুলি প্রকাশ পেয়েছে, সেগুলি হল ... .

৩। মানব সুলভ সমস্ত দুর্বলতা আসে মানুষের ... ... থেকে।

৪। মানুষ যখন ..... তখন তারা সব সময় দুঃখ কষ্ট ও সমস্যার মধ্যে পড়ে।

বরাবরই ঈশ্বর দয়া ও সহানুভূতি দেখিয়েছেন। তিনি যাকোবের পরিবারের যত্ন নিয়েছেন। যে দশ ভাই পাপ কাজের পরিকল্পনা করেছিল, তাদের প্রতিও তিনি দয়া করেছেন এবং নরহত্যা করা থেকে তাদের রক্ষা করেছেন। যোষেফের প্রতি তিনি দয়া করেছেন এবং তার জীবন রক্ষা করেছেন। যাকোবের পরিবারের প্রতিও তিনি দয়া করেছেন এবং ভবিষ্যতের জন্য একটা উপায় করে দিয়েছেন।

ঈশ্বর লোকদের প্রতি দয়া করেন ঠিকই, কিন্তু ভাববাদীদের জীবন থেকে আমরা জানতে পারি যে, তিনি অবশ্যই মন্দের বিচার করবেন। তিনি মানুষকে পাপ এবং এর পরিণতির কথা অবশ্যই জানাবেন। যোষেফের কাহিনীতে আমরা এই সত্যেরই বর্ণনা পাই। পাপ মানুষকে কষ্টে ফেলেছে, কিন্তু ঈশ্বর উদ্ধারের বন্দোবস্ত করেছেন।

যোষেফের মধ্যে অহংকার প্রকাশ পেলেও তিনি ঈশ্বরের উপর বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁর সেবা করতেন। ঈশ্বর শাস্তি দেবার জন্য নয়, কিন্তু নিজের আরও কাছে আনবার জন্যই তাকে কষ্ট ভোগ করতে দিয়েছেন। তাছাড়া তার উপর যে দায়িত্ব আসবে, সেজন্য ঈশ্বর তাকে

শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান করে তুলতে চেয়েছেন। ভাইয়েরা তাকে মেরে ফেলবার চক্রান্ত করেছে, তা না জেনে, যোষেফ তাদের কাছে মাঠে গিয়েছিলেন।

ভাইদের একজন বললো, "আমরা ওকে হত্যা না করে ঐ কূপের মধ্যে ফেলে দেই।" তারা যোষেফের জামা ছিঁড়ে তাতে রক্ত মাখাবে বলে ঠিক করলো, যাতে যাকোব বিশ্বাস করেন যে, একটা নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলেছে। তারপর তারা শূন্য কূপের মধ্যে তাকে ফেলে দিল।

ঐ পথ দিয়ে একদল ব্যবসায়ী যাচ্ছিল। একজন বললো, "আমরা দাস হিসাবে ওকে বিক্রি করে দিলেই তো বেশ হয়। তাতে সে আমাদের জীবন থেকে মুছে যাবে, আর আমরাও একটুখানি লাভের মুখ দেখতে পাব।" সুতরাং তারা তাকে কূপ থেকে তুলে অতি সামান্য টাকার বিনিময়ে, বণিকদের কাছে বিক্রি করে দিল। বণিকরা তাকে মিশর দেশে নিয়ে গেল।

কিন্তু যোষেফ একাই মিশর দেশে যাননি। ঈশ্বর তার সঙ্গে থেকে তার যত্ন নিয়েছেন ও তাকে পরিচালনা দিয়েছেন। তার জীবন কতগুলি ভাগ্য বলে কিছুর দ্বারা চালিত হতে পারে না। ঈশ্বরের যত্ন ও ভালবাসাকে যোষেফ, আপন সন্তানের জন্য একজন বাবার যত্ন ও ভালবাসার মতই তিনি জানতেন। অন্য লোকেরা তার

সাথে দাসের মত ব্যবহার করলেও তিনি ঈশ্বরের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অনুভব করেছেন। ঈশ্বর তাকে ভুলে যাবেন না। ঈশ্বর বিশেষ এক উদ্দেশ্যে তার জীবন রক্ষা করেছেন। তাঁর ইচ্ছা সাধনের জন্য বিভিন্ন ঘটনা পরিস্থিতির মাধ্যমে তিনি তা করেছেন। যোষেফ জানতেন যে, তার জীবনের সব অবস্থায়ই তিনি ঈশ্বরের জ্ঞান ও সহানুভূতির উপর বিশ্বাস রাখতে পারেন।

আপনার করণীয়

৫। সঠিক উত্তরগুলির পাশে দাগ দিন। যোষেফকে রক্ষা করবার জন্য ঈশ্বর নীচের কোন্ কোন্ মাধ্যম ব্যবহার করেছিলেন ?

ক) একজন সহানুভূতিশীল ভাই।

খ) সাহায্যের জন্য যোষেফের আকুতি।

গ) লাভের ইচ্ছা।

ঘ) একটা শূন্য কূপ।

ঙ) একদল বণিক।

একজন দাস ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে ঃ

যোষেফের জীবনে দুর্দিন ঘনিয়ে এল। যে ছিল অতি আদরের সন্তান, তাকে এখন সামান্য টাকার বিনিময়ে বিক্রি করা হল। তার বয়স কম ছিল এবং অভিজ্ঞতা বলতে কিছুই ছিল না। তাই একজন দাসের পূর্ণ মূল্য ও তার ছিল না। এখন তার দেখা স্বপ্ন অনেক দূরে চলে গেল। সম্মানের বদলে তাকে পেতে হল একজন চাকরের অবহেলা। এতে তিনি একেবারেই হতাশ হয়ে পড়তে পারতেন। তিনি রাগ করে এর প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা করতে পারতেন।

কিন্তু তার জীবন কাহিনীতে আমরা দেখতে পাই যে, তার অহংকার মাটিতে মিশে গেলেও তিনি কোন প্রকার হতাশা বা নিরাশা প্রকাশ করেন নি। তিনি তার ভাইদের প্রতিও কোন প্রকার রাগ দেখান নি। তিনি ঈশ্বরের পথ সম্পর্কে কোনরূপ প্রশ্ন তোলেন নি। মনে হয় অন্তরে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, অনেক সময় মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য বুঝা কঠিন হয়। অনেক সময় ঈশ্বর নানা দুঃখ জনক ঘটনার মধ্য দিয়ে আমাদের জন্য আশীর্বাদ আনেন।

প্রথমে সব কিছুই ভালভাবে চলছিল। মিশরের এক ধনী রাজ-কর্মচারীর কাছে তাকে বিক্রি করা হয়েছিল। তিনি হাসি-খুশী মনেই সব কাজ সুন্দর ভাবে করেছেন।

ঐ রাজ কর্মচারী যোষেফের যোগ্যতার কথা বুঝতে পেরে, তাকে তার ব্যবসা দেখাশুনা করবার কাজে নিয়োগ করলেন। ঈশ্বর তার কাজে আশীর্বাদ করলেন, তার ফলে তার প্রভু অনেক ধন সম্পত্তির মালিক হলেন।

এরপর তিনি হঠাৎ করেই তার চরিত্র সম্বন্ধে এক সত্যিকার পরীক্ষার মুখোমুখি হলেন। তার প্রভুর স্ত্রী তাকে পাপ কাজে ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছিল। সে খুব সাহসের সাথে ও খারাপ অংগ-ভঙ্গির সাহায্যে তাকে বলল, "এসো, আমায় গ্রহণ কর। আমার বিছানায় এসো।"

যোষেফ তার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তাড়া-তাড়ি বলে উঠলো, "না। তা কেবল মাত্র আপনার স্বামীর বিরুদ্ধেই অন্যায় হবে না, বরং ঈশ্বরের বিরুদ্ধেও পাপ করা হবে।" এইরূপ এক বিরাট পরীক্ষার মুহূর্তে যোষেফ ঈশ্বরের কাছেই আশ্রয় খুঁজেছেন। কারণ তিনি জানতেন যে, অন্যায়কারীরা জীবনে কখনও উন্নতি করতে পারে না। যোষেফ ধার্মিক লোক ছিলেন। রাজ কর্মচারীর স্ত্রী কিন্তু যে কোন পথেই যোষেফকে পেতে চেয়েছিল। আর একবার সুযোগ পেয়ে, সে যোষেফের গায়ের উপর পড়ে, তার কাপড় খাম্‌চে ধরল এবং তাকে তার দেহ দেওয়ার ইংগিত করলো। যোষেফ তার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করল, কিন্তু সে কিছুতেই তাকে ছাড়বে না। সে যোষেফের জামা এমন

জোরে টেনে ধরলো, যার ফলে সেটা ছিঁড়ে ঐ রাজ কর্মচারীর স্ত্রীর হাতে চলে গেল। যোষেফ তার ধার্মিকতা বজায় রাখলেন।

স্ত্রীলোকটি তখন রাগে চিৎকার করে যোষেফকে দোষ দিতে লাগল। সে তার স্বামীকে যোষেফের জামা দেখিয়ে বলল, "লোকটা আমাকে বলাৎকার করতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমি চিৎকার করে উঠলে, তার জামা আমার কাছে ফেলে রেখে সে পালিয়ে গেল।

আপনার করণীয়

৬। শূন্য স্থান পূরণ করুন।

যোষেফ নিম্ন লিখিত পথে ঈশ্বরের প্রতি তার বিশ্বাস ও ভক্তি দেখিয়েছেন।

ক) আগে যদিও তার মনে অহংকার ছিল, কিন্তু এখন তিনি ..... মনোভাব দেখিয়েছেন।

খ) তার ভাইয়েরা তার প্রতি নিষ্ঠুর হলেও তিনি ..... নিতে চান নি।

গ) তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশ্য বুঝতে না পারলেও সেজন্য ..... করেন নি।

ঘ) এক বিরাট প্রলোভনের মুখে পড়লে তিনি ..... করতে রাজী হন নি।

সম্পূর্ণ নির্দোষ হলেও যোষেফকে কারাগারে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তবুও তিনি কোন অভিযোগ করেন নি বা ঈশ্বরকে সন্দেহ করেন নি। অন্তরে তিনি অনুভব করেছেন যে, এই ঘটনাগুলির মধ্যেও ঈশ্বরের কোন এক উদ্দেশ্য আছে। তিনি এমন কোন ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দেন নি, যার উপর ঈশ্বরের ক্ষমতা নাই। তিনি আসলে বিশ্বাসে ঈশ্বরের কাছেই নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন। তিনি জানতেন যে, ঈশ্বর তার জন্য চিন্তা করেন, আর তিনি তাকে এমন পথে চালাবেন যা হবে তার জন্য মঙ্গলজনক।

যোষেফ রাজ কর্মচারীর বাড়ীতে যেরূপ তার যোগ্যতা প্রমাণ করেছিলেন, কারাগারেও তিনি সেইরূপ ধারণা সৃষ্টি করলেন। সবাই বুঝল যে, তিনি একমাত্র সত্য ঈশ্বরে বিশ্বাসী একজন যোগ্য ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি।

ঘটনাক্রমে রাজার প্রধান খান্‌সামা ও প্রধান মোদক ঐ একই কারাগারে কারারুদ্ধ হয়েছিল। এক রাতে তারা দু'জনেই দু'রকম স্বপ্ন দেখে চিন্তিত হয়ে পড়লো।

খানসামা বললো, 'কেউ যদি আমাদের এই স্বপ্নগুলির অর্থ বলে দিতে পারতো।"

যোষেফ বললেন, "ঈশ্বরই অর্থ বলবার শক্তি দেন। আপনাদের স্বপ্ন আমাকে বলুন, ঈশ্বর হয়তো সেগুলির অর্থ আমার কাছে প্রকাশ করবেন।"

খান্‌সামা বললো, "আমি স্বপ্নে দেখি পাকা পাকা আঙ্গুর ফলে ভরা তিনটা আঙ্গুর লতা। আমি সেই ফলের রস বের করে রাজাকে দিলাম।"

মোদক বললো, "আমার স্বপ্নে আমি মাথায় করে তিনটা ডালা বয়ে নিচ্ছিলাম। পথে পাখীরা এসে উপরের ডালার সব খাবার খেয়ে ফেললো।"

যোষেফ ব্যাখ্যা করে বললেন যে, তিনটা লতা আর তিনটা ডালা হচ্ছে, তিন দিনের সময়ের কথা। তিন দিনের মধ্যে খান্‌সামাকে আবার রাজার কাজে বহাল করা হবে, কিন্তু ঐ তিন দিনের মধ্যে মোদককে ফাঁসি দেওয়া হবে।

যোষেফ খান্‌সামাকে বললেন, "আপনি আবার যখন রাজার কাজে বহাল হবেন, তখন দয়া করে আমায় মনে করবেন। মিথ্যা অভিযোগে আমাকে এখানে রাখা হয়েছে। আমি রাজার কাছে সব বলতে চাই। দয়া করে আমার কথা তাকে বলবেন।"

যোষেফ স্বপ্নের যেরূপ অর্থ বলেছিলেন, ঠিক সেই মতই তিন দিনের দিন মোদকের ফাঁসি হল এবং খান্‌-সামাকে আগের মত রাজার কাজে বহাল করা হলো।

যোষেফের প্রয়োজন ছিল ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখা এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়া। তিনি ঈশ্বরের পথই বেছে নিয়েছেন এবং বাধ্যভাবে তা অনুসরণও করেছেন।

আবারও একটা স্বপ্নই যোষেফের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিল। এবারের এই স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বয়ং মিশরের রাজা। তিনি স্বপ্নে নদী থেকে সাতটি হৃষ্ট-পুষ্ট গরু উঠে আসতে দেখলেন। তারপর তিনি দেখলেন যে, আরও সাতটি রোগা ও কদাকার গরু নদী থেকে উঠে এল এবং হৃষ্ট-পুষ্ট গরুগুলিকে খেয়ে ফেললো।

স্বপ্নে রাজা আরও দেখলেন যে, এক বোঁটায় সাতটা মোটা-তাজা ও পূর্ণ শীষ উঠলো। পরে রোগা কদাকার আরও সাতটা শীষ উঠে, ঐ মোটা ও পূর্ণ শীষগুলো খেয়ে ফেললো।

এই স্বপ্ন নিয়ে রাজা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এগুলি তিনি কিছুতেই ভুলতে পারলেন না। এর যে একটা বিশেষ অর্থ আছে, সে বিষয়ে তার কোন সন্দেহ ছিলনা। স্বপ্নের অর্থ বলে দেবার জন্য তিনি দেশের সব যাদুকর এবং পণ্ডিত লোকদের ডাকলেন, কিন্তু তারা কেউই অর্থ বলতে পারল না। অবশেষে সেই প্রধান খান্‌সামার যোষেফের কথা মনে পড়লো। রাজা চেঁচিয়ে বললেন, "তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। স্বপ্নের অর্থ-আমাকে জানতেই হবে।"

জেলখানা থেকে যোষেফকে আনা হল। তিনি রাজাকে বললেন যে, তিনি যাদুবিদ্যা জানেন না। যোষেফ বললেন, "আমি এর অর্থ বলতে পারিনা, কিন্তু একমাত্র ঈশ্বরই তা পারেন।"

ঈশ্বর যোষেফের কাছে স্বপ্নের অর্থ প্রকাশ করলেন এবং যোষেফ রাজাকে তা বুঝিয়ে বললেন।

"সাতটি হৃষ্ট-পুষ্ট গাভী এবং সাতটি পূর্ণ শীষ হচ্ছে সাতটি ভাল বৎসর। এই সাত বছর দেশে প্রচুর খাদ্য থাকবে। প্রতি বছর প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশী শস্য উৎপন্ন হবে। রোগা ও কদাকার গাভী এবং শীষগুলি হচ্ছে, সাতটি খারাপ বছর। ঐ সময় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হবে, সারা দেশে খাদ্যাভাব দেখা দেবে।"

ঈশ্বর যোষেফকে কেবল মাত্র স্বপ্নের অর্থই বলে দেন নি, এমনকি রাজাকে পরামর্শ দেওয়ার মত জ্ঞানও দিয়েছিলেন। যোষেফ বললেন, "এখন আপনার প্রয়োজন একজন সুযোগ্য অধ্যক্ষের। ভাল বছর গুলিতে উৎপন্ন অতিরিক্ত শস্য সংগ্রহ ও রক্ষা করবার ভার তার হাতে দিন। তাতে দুর্ভিক্ষের বছর গুলিতে সারা মিশর দেশে প্রত্যেকটি লোকের জন্য যথেষ্ট খাদ্য মজুত থাকবে।

রাজা সন্তুষ্ট হলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, যোষেফ ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত। তিনি বললেন, "তুমি স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকেই জ্ঞান লাভ করেছ। সুতরাং তোমার মত জ্ঞানবান লোক আর কেউ নাই।" অতএব

তিনি তাকে সারা দেশের উপর অধ্যক্ষ নিযুক্ত করে, দুর্ভিক্ষের বছর গুলির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ভার, তার উপর দিলেন। এখন একেবারে রাজার পরেই তার স্থান হল। একজন দাস হিসাবে যোষেফ বিশ্বস্ত ও বাধ্য হয়ে চলেছেন। এখন অনেক ধন-সম্পদ ও ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে ঈশ্বর তাকে তার চরিত্র প্রমাণ করবার একটি সুযোগ দিবেন।

আপনার করণীয়

৮। নীচের বাক্যগুলি পড়ুন। যে বাক্য **সত্য** সেটির পাশে টিক্ চিহ্ন দিন। যেটি **মিথ্যা** সেটি অন্য একটা কাগজে ঠিক করে লিখুন।

ক) যোষেফকে তার জীবনের অনেকগুলো বছর জেলখানায় নষ্ট করতে হয়েছে।

খ) ঈশ্বর যোষেফের অভিজ্ঞতা গুলিকে কেবল তার ব্যক্তিগত উপকারের জন্যই ব্যবহার করেছেন।

গ) যোষেফ জ্ঞানী লোক ছিলেন বলে তিনি স্বপ্নের অর্থ বলতে পারতেন।

ঘ) যোষেফের জীবন এটাই দেখায় যে, ঈশ্বর লোকদের জন্য চিন্তা করেন।

ঙ) যোষেফের জীবন দেখায় যে, আমাদের পাপ থেকে উদ্ধার করবার ক্ষমতা ঈশ্বরের আছে।

ঈশ্বরই সব ঘটনা পরিচালনা করছিলেন বলেই, এগুলি সম্ভব হয়েছিল। যে যোষেফ একদিন বিদেশী এবং হাজতে থাকা একজন দাস ছিলেন। তিনিই এখন একজন শাসন কর্তা হলেন।

এই ভাবে সম্মান ও ক্ষমতা পেলে অনেক লোক অহংকারী এবং প্রতিহিংসাকারী হয়ে ওঠে। কিন্তু যোষেফ অবনত মস্তকেই ঈশ্বরের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অন্যদের প্রতি ভালবাসা দেখানোর দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি তার বাধ্যতা প্রকাশ করেছেন।

সাতটি ভাল বছর কেটে গেল। প্রচুর শস্য উৎপন্ন হওয়ার ফলে, মিশরের শস্য গোলাগুলি কানায় কানায় ভরে উঠল। এরপর দুর্ভিক্ষ এল। দূর দূরান্ত থেকে মানুষ যোষেফের দ্বারা পরিচালিত শস্য ভাণ্ডার থেকে খাদ্য-শস্য কিনবার জন্য আসতে লাগল। একদিন তিনি দেখলেন, শস্য কিনবার জন্য আগত লোকদের মধ্যে তার দশজন ভাইও রয়েছে।

আপনি হলে কি করতেন? যারা আপনাকে মেরে ফেলবার চক্রান্ত করেছিল, একটা কূপের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল, এবং দাসরূপে বিক্রি করেছিল, তাদের প্রতি আপনি কিরূপ ব্যবহার করতেন? আপনি কি তাদের শাস্তি দিতে চাইতেন? প্রতিশোধ নিতেন?

যোষেফ এই প্রকার চিন্তাকে মনেই স্থান দেননি। তার জীবন ছিল ঈশ্বরেরই হাতে।

তার অন্তরে ঈশ্বরের সহানুভূতি কাজ করছিল। অহংকার ও প্রতিশোধ নেবার চিন্তা তার মনে স্থান পায়নি।

ভাইয়েরা যোষেফকে চিনতে পারেনি। তিনি তাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট জনকে চুরির দোষে দোষী করে তাদের পরীক্ষা করতে স্থির করলেন। তারা সবাই তাদের ভাইকে রক্ষা করতে এগিয়ে এল এবং তার অপরাধের শাস্তি নিতে রাজি হল।

এতে যোষেফ বুঝতে পারলেন যে, তারা তাদের আগের পাপ থেকে মন ফিরিয়েছে এবং তাদের পথ পরিবর্তন করেছে। তখন তিনি তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, "আমি যোষেফ, ঈশ্বর অনেক আগেই আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন যেন এক মহৎ উদ্ধারের দ্বারা তোমাদের জীবন রক্ষা পায়। এখন তোমরা ফিরে যাও! সমস্ত পরিবার নিয়ে এই দেশে চলে এস। আমি আমার বাবাকে সমাদর করতে চাই এবং তাকে প্রতিপালন করে একজন সন্তানের কর্তব্য করতে চাই।"

সুতরাং যোষেফ সমস্ত পরিবারকে মিশর দেশে আনবার বন্দোবস্ত করলেন ও তাদের বসবাসের জন্য একটি স্থান প্রস্তুত করলেন। তারা যাতে সম্মান জনক পদ ও ভাল জায়গা জমি পায়, সেদিকে তিনি লক্ষ্য রাখলেন। তারা যোষেফের প্রতি কৃতজ্ঞ হল ও তাকে প্রণাম করল।

যোষেফের স্বপ্ন সত্য হল। কিন্তু এখন তার পরিবারের এই অপমানে তিনি গর্ববোধ করেন নি। তিনি তাদের চাউনিকে একজন কড়া শাসন কর্তার মত গ্রহণ করেন নি। তিনি জানতেন তাঁর লোকদের রক্ষা করবার জন্যই ঈশ্বর সব কিছু আগে থেকে পরিকল্পনা করেছিলেন। যোষেফ ছিলেন একজন প্রেমময় ভাই ও ছেলে। ঈশ্বর কিভাবে অসহায় লোকদের উদ্ধার করেন, যারা তাঁর উপর নির্ভর করে, তিনি কিভাবে সব রকম অবস্থায় তাদের প্রয়োজন মেটান এবং তাঁর বিপথগামী সন্তানরা যখন তাঁর নামে ডাকে, তখন তিনি যে তাদের ক্ষমা করেন তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে ঈশ্বর তার জীবন ব্যবহার করছেন, একথা যোষেফ জানতেন।

আপনার করণীয়

১। আমরা যখন কোন ভাববাদীর জীবন কাহিনী পড়ি তখন আমরা এমন কতগুলি নীতি শিক্ষা পাই, যেগুলি আমরা নিজেদের জীবনে ব্যবহার করতে পারি। এখানে দুটি নীতি লিখে দেওয়া হয়েছে। আপনার নিজের কাছে গুরুত্বপূর্ণ অন্য নীতিগুলি লিখতে চেষ্টা করুন।

ক) ঈশ্বর আমার যত্ন নেন।

খ) আমি যদি ঈশ্বরের উপর নির্ভর করি তবে তিনি আমায় পথ দেখাবেন।

গ) .....

ঘ) .....

ঙ) .....

প্রার্থনা

হে ঈশ্বর প্রভু, যোষেফের রক্ষাকর্তা বন্ধু, তুমি সব কিছুই জান, তুমি সব জ্ঞানীদের জ্ঞানী। আমাকে সব রকম অবস্থায় ও অসুবিধায় তোমাতে আশ্রয় নিতে শিখাও। ব্যক্তিগত চরিত্রের যে গুণগুলি তুমি সবচেয়ে ভালবাস সেগুলি দেখাতে আমায় সর্বদা সাহায্য কর। এই পৃথিবীতে চলার পথের অভিজ্ঞতা গুলি সম্বন্ধে আমি যেন কোন সন্দেহ না করি, বরং তোমার নিখুঁত জ্ঞানের কাছে যেন আমি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সঁপে দিতে শিখি। কারণ তুমি, কেবল তুমিই আমার জীবনের প্রভু। তুমি যোষেফকে যেমন সাহায্য করেছ, তেমনি আমাকেও দয়া করে সাহায্য কর যেন, আমার কথা ও কাজের মধ্য দিয়ে সর্বদা বাধ্যতা, নম্রতা এবং আমার চারপাশের লোকদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ পায়।

আমেন।

উত্তরমালা

৫। ক) একজন সহানুভূতিশীল ভাই।

গ) লাভের ইচ্ছা।

ঘ) একটা শূন্য কূপ।

ঙ) একদল বণিক।

১। অহংকার।

৬। ক) নম্র।

খ) প্রতিশোধ।

গ) ঈশ্বরকে সন্দেহ।

ঘ) ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ।

২। অহংকার, হিংসা এবং ঘৃণা।

৭। ক) অভিজ্ঞতার, আশীর্বাদ।

খ) শয়তানের, প্রতিরোধ।

গ) অবস্থায়, বিশ্বস্ত।

ঘ) ভাগ্য (বা অদৃষ্ট), ঈশ্বরের।

৩। পাপ।

৮। ক) মিথ্যা। তার জেলখানায় থাকাকালীন সময় নষ্ট হয়নি।

খ) মিথ্যা। অন্যদের আশীর্বাদ ও শিক্ষা দেওয়ার জন্যও তার অভিজ্ঞতাগুলি ব্যবহার করা হয়েছিল।

গ) মিথ্যা। ঈশ্বরই স্বপ্নের অর্থ প্রকাশ করেন।

ঘ) সত্য।

ঙ) সত্য।

৪। ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে নিজের খুশীমত কাজ করে।

৯। আপনার নিজের উত্তর।

পরীক্ষা—৩

আপনি যখন এই পরীক্ষা নেবেন, তখন দয়া করে আপনার **ছাত্র রিপোর্ট-উত্তর বইটি** নিন এবং এর ৫ নং পৃষ্ঠায় বাছাই ও সত্য-মিথ্যা প্রশ্নের উত্তরগুলি চিহ্নিত করুন।

সাধারণ প্রশ্নাবলী

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর চিহ্নিত করুন।

উত্তর **হ্যাঁ** হলে (ক) গোলকটি কালো করে ফেলুন।
উত্তর **না** হলে (খ) গোলকটি কালো করে ফেলুন।

১। তৃতীয় পাঠটি কি আপনি ভালভাবে পড়েছেন ?

২। আপনি কি এই পাঠের "আপনার করণীয়" অংশগুলি সব করেছেন ?

৩। "আপনার করণীয়" অংশগুলির জন্য আপনি যে উত্তর লিখেছেন, পাঠের শেষে দেওয়া উত্তর-মালার সাথে কি তা মিলিয়ে দেখেছেন ?

৪। পাঠের প্রথমে যে লক্ষ্যগুলি দেওয়া হয়েছে, সেগুলি আপনি করতে পারেন কিনা, সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন কি ?

৫। এই পরীক্ষা নেওয়ার আগে আপনি পাঠখানি আর একবার দেখে নিয়েছেন তো ?

বাছাই প্রশ্ন

৬। যোষেফের অহংকার এবং তার ভাইদের হিংসা এটাই দেখায় যে ঃ—

ক) মানুষের পাপের উপর জয়লাভ করবার কোন পথ নাই।

খ) মানুষ মন্দতার অসহায় শিকার।

গ) মানুষের অন্তরেই পাপাবস্থা বিরাজ করছে।

৭। যোষেফ তার অতীত জীবন এবং জেলখানায় বন্দি হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনা পরিস্থিতির কথা ভেবে বুঝতে পারলেন যে ঃ—

ক) ঈশ্বর এক বিশেষ উদ্দেশ্যে তার জীবন রক্ষা করেছেন।

খ) তিনি অদৃষ্টের শিকার।

গ) কারও ভবিষ্যৎ উন্নতির স্বপ্ন খুব কমই সত্য হয়।

৮। যোষেফের কাহিনী থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, ঈশ্বরের উপর নির্ভর করা মানে ঃ—

ক) সব আশা আকাংখা ত্যাগ করে, ভাগ্যে লেখা আছে বলে মেনে নেওয়া।

খ) আবার উন্নতির আশা ত্যাগ করে নিজেদের ঘটনা ও অবস্থার হাতে সঁপে দেওয়া।

গ) আমাদের জীবনের জন্য তিনি যে বন্দোবস্ত করেছেন, তা পূর্ণরূপে মেনে নেওয়া।

৯। যোষেফের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে ঃ—

ক) জীবনের শিক্ষা গ্রহণ করতে গিয়ে অনেকগুলো মূল্যবান বছর নষ্ট হয়।

খ) পরীক্ষার দ্বারা কেবলমাত্র পরীক্ষিত ব্যক্তিই উপকার পায়।

গ) ঈশ্বর অনেক সময় একজনের মধ্য দিয়ে কাজ করে অনেক লোককে আশীর্বাদ করেন।

১০। যোষেফ তার পদ গৌরবে অহংকারী হয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার কথা ভাবতে পারতেন যদি না ঃ—

ক) তার মধ্যে কঠোর আত্ম-সংযম থাকত।

খ) ঈশ্বরের সহানুভূতি তার অন্তরে কাজ করত।

গ) তার মধ্যে কর্তব্য বোধ থাকত, যা তাকে এই প্রকার ভাবার হাত থেকে রক্ষা করেছে।

সত্য-মিথ্যা

১১। ঈশ্বর যোষেফকে কষ্ট ভোগ করতে দিয়েছেন যেন, তাকে নিজের আরও কাছে আনতে পারেন এবং ভবিষ্যত কাজের জন্য তাকে প্রস্তুত করে তুলতে পারেন।

১২। যোষেফের জীবনের ঘটনাগুলি আলোচনা করলে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছি যে, তিনি ছিলেন ভাগ্য বা অদৃষ্টের শিকার।

১৩। যোষেফের জীবন থেকে আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের সামনে যখন প্রলোভন আসে, তখন একে প্রতিরোধ বা এর উপর জয়লাভের জন্য আমরা প্রায় কিছুই করতে পারিনা।

১৪। ঈশ্বর যোষেফের অভিজ্ঞতা গুলিকে অনেক লোকের উপকারের জন্য ব্যবহার করেছেন।

শূন্য স্থান পূরণ

১৫। ঈশ্বর তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যোষেফের জীবনের.....পরিচালনা করেছেন, আর তা থেকে আমরা তাঁর লোকদের জন্য ঈশ্বরের যত্ন ও চিন্তাই দেখতে পাই।

১৬। মিশরের একজন ধনী রাজ কর্মচারীর বাড়ীর কাজে যোষেফের বাধ্যতার মনোভাব থেকে আমরা দেখতে পাই যে, তার অহংকারের বদলে নম্রতা এসেছে আর তা এটাই প্রকাশ করে যে তিনি বিনা প্রশ্নে ঈশ্বরের .... মেনে নিয়েছেন।

১৭। তার ভাইয়েরা যদিও তাকে ঘৃণা করেছে, কিন্তু যোষেফ ..... নিতে চান নি।

১৮। রাজ কর্মচারীর বাড়ীতে এবং জেলখানায় যোষেফের যে মনোভাব ও পরিশ্রমী স্বভাব দেখা গেছে, তা ঈশ্বরের প্রতি তার ..... এবং ..... দেখিয়েছে।

১৯। ঈশ্বর অনেক সময় কষ্টকর ..... মধ্য দিয়ে তাঁর লোকদের জন্য আশীর্বাদ আনেন।